শাঈখুল হাদীস মুফ্তী মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন রাহমানী
পরিচালক- মারকাজুল উলুম আল ইসলামীয়া,
বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতিব- মারকাজ মসজিদ।
০১৭১২১৪২৮৪৩

তারিখ ঃ ০১-০৩-২০১৩
সময় ঃ দুপুর ১২:১৫ ঘটিকা
স্থান ঃ মারকাজ মাদরাসা জামে মসজিদ, ঢাকা।
প্রতি জুম'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন:
http://furqanmedia.wordpress.com
http://khutbatuljumua.wordpress.com

আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে কটুক্তিকারীদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান :

ক. তারা কাফের ও মুরতাদ

যারা রাসুল (সা.)কে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তারা কাফের হয়ে যায়। যদিও তারা সালাত, সাওম ইত্যাদি আদায় করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ – وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ – لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বল, 'তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো। (সুরা তাওবা, ৯:৬৪-৬৬)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে তোমরা তোমাদের ঈমানের পরে কাফের হয়ে গেছো। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما : ما رأيت مثل قرائنا (١) هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول : يا رسول الله : (إنما كنا نخوض ونلعب (٢)) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « (أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) »

আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কোন এক মজলিশে এক ব্যক্তি (মুনাফিক) বললো, আমাদের এই আলেমদের মতো অন্য কাউকে এতটা পেটপূজারী (লোভী), এতটা মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। তখন ঐ মজলিশের একজন ব্যক্তি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি একটা মুনাফেক। আমি অবশ্যই, তোমার এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানাব। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানলেন এবং এদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটিও নাজিল হয়ে গেল। হাদীসের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমি দেখেছি ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উটের রশি ধরে ঝুলছে আর বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো এইগুলো শুধুমাত্র কৌতুক ও খেলনাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর থেকে বলিনি)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে উপহাস করছো? (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, আইসারুত তাফাসীর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য)

এ হাদীসেও দেখা গেল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটুক্তি করেছিল তার কোনো ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান ছিল না বরং নামধারী মুনাফেক মুসলমান ছিল। যারা শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি করতো না বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন।

খ. তাদের হত্যা করতে হবে

উপরের আয়াত ও হাদীস থেকে জানা গেল যে, যারা আল্লাহকে নিয়ে অথবা আল্লাহর আয়াত ও রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করে তারা আর মুসলিম থাকে না বরং তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়। আর ইসলাম ত্যাগ করে যারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদন্ড। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলামকে) পরিবর্তণ করলো তাকে তোমরা হত্যা কর। (বুখারী ৩০১৭; ৬৯২২; তিরমিজি ১৪৫৮; আবু দাউদ ৪৩৫৩; নাসায়ী ৪০৭০)
এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে মুরতাদদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। শুধু তাই না রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেই এই নির্দেশ বাস্তবায়ও করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. ইবনে খাতাল

ইবনে খাতাল নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটূক্তি করে।

ابْن خَطَل : عَبْدُ اللَّه ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَان تُغَنِّيَان بهجَاء رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم النَّاسَ كُلَّهُمْ آمنينَ ، إلاَّ ابْنَ خَطَل ، وَقَيْنَتَيْه ، وَعَبْدَ اللَّه بْنَ سَعْد بْن أَبي سَرْح ، وَمَقيس بْنَ صُبَابَةَ اللَّيْثيَّ ، فَإنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهُمُ الأَمَانَ ، فَقُتلُوا كُلُّهُمْ ، إلاَّ إحْدَى الْقَيْنَتَيْن ، فَإنَّهَا أَسْلَمَتْ... المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (٤٢٩٩)، إتحاف الخيرة المهرة – (٢/٤٦١٣)، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث – (٦٩٨)

এই আব্দুল্লাহ ইবনে খাতাল তার নিজস্ব দুটি গায়িকা নারীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কুৎসা মূলক গান গাওয়াতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন অন্যান্য কাফেরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কটাক্ষকারী ইবনে খাতাল ও তার মতো আরো কয়েকজন যারা একই অপরাধে অপরাধী যেমন তার ঐ দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ, মাকিস ইবনে সুবাবা আল লাইসি গংদের ক্ষমা করা হয়নি।
তাদের জন্য কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। বরং তাদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছে। শুধু মাত্র একটি বাদী ব্যতীত যে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুক্তি পায়। আল মাতালিবুল আলিয়া (৪২৯৯), ইত্তিহাফুল খিয়ারাহ (২/৪৬১৩), বুগইয়াতুল বাহিস (৬৯৮)
ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলেছিলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বিষয়টি বলা হলো যে, ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে ঐ অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَس بْن مَالك رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسه الْمغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَار الْكَعْبَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র মাথায় যে হেলমেট পরা ছিল তা খুললেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, (ঐ অবস্থায়ই) তাকে হত্যা করো। (বুখারী ১৮৪৬; মুসলিম ৩৩৭৪; তিরমিজি ১৬৯৩; আবু দাউদ ২৬৮৭; নাসায়ী ২৮৬৭)

খ. আবু রাফে'

ইউসুফ ইবনে মূসা রহ়বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহূদী আবু রাফে'র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

وَكَانَ أَبُو رَافع يُؤْذي رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَيُعينُ عَلَيْه.... صحيح البخاري – (٤٠٣٩)

আবু রাফে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিত এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে) আবদুল্লাহ (ইবনে আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেনো তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফির নিকট

রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফি বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কন্ঠস্বর পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞাসা করলাম, আবু রাফে এ আওয়াজ হল কিসের ? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। এরপর তিনি বলেন–

ثُمَّ وَضَعْتُ ظَبَةَ السَّيْف فِي بَطْنه حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِه فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ

অতঃপর আমি তরবারীর ধারাল অংশটি তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিত রূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা টি লম্বা করে দাও। আমি আমার পা টি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি। (বুখারী ৪০৩৯; সুনানে বায়হাকী ১৮৫৬৫), জামেউল উসুল ফী আহাদিসির রসুল (৬০৬০), দালায়েলে নবুয়্যাহ (১২৫)

গ. কাব ইবনে আশরাফ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন–

مَنْ لكَعْب بْنِ الْأَشْرَف فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

কাব ইবনে আশরাফের জন্য কে আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়ালেন, এবং বললেন– أَتُحبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ نَعَمْ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলাম (রা.) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কাব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদকা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কাব ইবনে আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমরা তো তাকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। কাব ইবনে আশরাফ বলল, ধারতো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি কি জিনিস বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীরদেরকে বন্ধক রাখব আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা

দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) তাকে পনুরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কাব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কাব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে (তাদের কাছে যাচ্ছি)। কাবের স্ত্রী বললো, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কাব ইবনে আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলা, (অপরিচিত কোনো লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (রাবী বলেন) মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমর কি তাদের দুজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে (কাব ইবনে আশরাফ) আসবে। তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুকতে থাকবো। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরাবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুকাব। কাব চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। কাব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, এরপর তিনি তার মাথা শুকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন,

أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ

আমাকে (আরেকবার শুকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, এবারে তোমরা তোমাদের কাজ সমাধা করো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন। (বুখারী ৪০৩৮; মুসলিম ৪৭৬৫)

ঘ. জনৈকা নারী দাসীকে হত্যা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রুপ করার কারণে একজন মহিলা দাসীকেও হত্যা করা হয়েছে। বিস্ত ারিত বিবরণ নিম্নের হাদীস থেকে জেনে নিন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ - قَالَ - فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَتَشْتُمُهُ فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ فِى بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّمِ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ « أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِى عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قَامَ ». فَقَامَ الأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَتَزَلْزَلُ حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلاَ تَنْتَهِى وَأَزْجُرُهَا فَلاَ تَنْزَجِرُ وَلِى مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ بِى رَفِيقَةً فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِى بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ ».... سنن أبي داود للسجستاني ٤٣٦٣ ، المعجم الكبير الطبراني - (١١٩٨٤)، بلوغ المرام من أدلة الأحكام - (١٢٠٤)، سنن الدارقطني لعلي الدارقطني - (٨٩)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তির একটি উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে) দাসী ছিল। ঐ দাসী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অযথা কটুক্তি করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন ও নিবৃত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দাসী কিছুতেই বিরত হতো না। এক রাতে দাসী রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তি ও গালী-গালাজ করতে লাগলো। তখন লোকটি একটি কোদাল দিয়ে তার পেটে আঘাত করলো এবং তাকে হত্যা করলো। এ অবস্থায় তার একটি সন্তান তার দুপায়ের মাঝখানে পরে গেল এবং রক্তে মেখে গেল। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বিষয়টি

জানানো হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের জড়ো করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর দোহাই! যে ব্যক্তি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি হক আদায় করেছে সে যেন দাঁড়ায়। তখন অন্ধ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে মানুষের কাঁতার ভেদ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গিয়ে বসলো। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ঘটনার ব্যক্তিটি আমি। আমার দাসীটি আপনাকে গালী-গালাজ করতো এবং অযথা তর্কে লিপ্ত হতো। আমি তাকে বারণ করলেও সে বারণ হতো না। তার থেকে আমার মুক্তোর মতো দুটি ছেলে রয়েছে। তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু গতরাতে সে যখন আপনাকে গালমন্দ করতে লাগলো আমি তখন তাকে একটি কুঠার নিয়ে তার পেটে আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা সাক্ষি থাক! তার রক্ত বৃথা (তাকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী অন্যায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না।' (আবু দাউদ ৪৩৬৩, ত্ববারানী ১১৯৮৪, বুলুগুল মারাম ১২০৪, দারাকুতনী ৮৯)

ঙ. আবু আফাক নামন জনৈক ইয়াহুদির হত্যা।

বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি যার নাম ছিল আবু আফ্ক। তার বয়স ছিল ১২০ বছর। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় গেলেন, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিরূদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য লোকদের উসকানী দিতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন তখন তার হিংসা বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরূদ্ধে সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। সালেম ইবনে উমায়ের নামক সাহাবী বলেন–

عَلَيّ نَذْرٌ أَنْ أَقْتُلَ أَبَا عَفَك أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَأَمْهَلَ فَطَلَبَ لَهُ غِرّةً، حَتّى كَانَتْ لَيْلَةٌ صَائِفَةٌ فَنَامَ أَبُو عَفَك بِالْفِنَاء فِي الصّيْف فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْف فَأَقْبَلَ سَالِمُ بْنُ عُمَيْر، فَوَضَعَ السّيْفَ عَلَى كَبِده حَتّى خَشّ فِي الْفِرَاش وَصَاحَ عَدُوّ اللّه فَثَابَ إِلَيْه أُنَاسٌ مِمّنْ هُمْ عَلَى قَوْله فَأَدْخَلُوهُ مَنْزِلَهُ وَقَبَرُوهُ. وَقَالُوا: مَنْ قَتَلَهُ؟ وَاَللّه لَوْ نَعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ لَقَتَلْنَاهُ بِه.... كتاب المغازي لأبو عبدالله الواقدي – (١ / ١٧٥)، الصارم المسلول على شتم الرسول ص (١ / ١١٠)

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, হয়তো আমি তাকে হত্যা করবো নয়তো আমি নিজে তাকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হবো। এরপর সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন, কোন এক গরমের মৌসূমে চাঁদনী রাতে লোকটি বারান্দায় খোলামেলা জায়গায় ঘুমালো। তখন সালেম ইবনে উমায়ের তরবারী দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন এবং তার কলিজা পর্যন্ত কেটে ফেললেন। লোকটি গড়াগড়ি করতে লাগলো এবং চিৎকার করতে লাগলো। লোকেরা তাকে ঘরে নিয়ে গেল এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ায় তাকে কবরস্থ করলো। লোকেরা বলতে লাগলো, তাকে কে হত্যা করেছে জানতে পারলে আমরা তাকেও হত্যা করতাম (কিন্তু তাদের সে আশা অপূর্ণই রয়ে গেল)।' (আস সারেমুল মাসলূল ১/১১০; তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ ২/৩৮; আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ২/৪৪৫, কিতাবুল মাগাযী লি ওয়াকিদী ১/১৭৫)

চ. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অবমাননাকারী কবিদের হত্যা করার নির্দেশ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের পরে কতিপয় কবিদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গাল মন্দ ও তুচ্ছ-তিচ্ছিল্য করে কবিতা আবৃত্তি করতো। তাদের বেশীরভাগ লোকদেরকে হত্যা করা হয়। কিছু লোক পালিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করা হবে।

ففي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل من كان يهجوه و يؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرى و غيره

এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মক্কার কবিদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিতো বা তার সমালোচনা করতো তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- ইবনে যিবা'রী গংদের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। তার অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

و مما لا خفاء فيه أن ابن الزبعرى إنما ذنبه أنه كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه و سلم بلسانه فإنه كان من أشعر الناس و كان يهاجي شعراء الإسلام مثل حسان و كعب ابن مالك و ما سوى ذلك من الذنوب قد شركه فيه و أربى عليه عدد كثير من قريش

তার অপরাধ ছিলো, শুধুমাত্র এটাই যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে চরমভাবে শত্রুতা পোষণ করতো। সে ছিলো একজন বড় মাপের কবি। সে রাসূল (সা.) এর সমালোচনার সাথে সাথে মুসলিম কবি- হাস্‌সান বিন সাবেত, কাব ইবনে মালেকদের বিরূদ্ধেও সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতো। এ কারণেই তাকে

হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। নতুবা অন্যান্য অপরাধে তার মতো আরো অনেকেই ছিলো কিন্তু তাদের ব্যাপারে হত্যার নির্দেশ জারী করা হয়নি। (আস সারেমুল মাসলূল ১/১৪২; তাবকাতে ইবনে সাআদ ১/২৫৯)
পরবর্তীতে ইবনে যিবা'রী ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর কাছে আগমন করা সত্তেও তাকে ক্ষমা করা হয়নি। যেমন বলা হয়েছে–

ثم إن ابن الزبعرى فر إلى نجران ثم قدم على النبي صلى الله عليه و سلم مسلما و له أشعار حسنة في التوبة و الاعتذار فأهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه و نحو ذلك

অতঃপর ইবনে যিবা'রী নাজরান এলাকায় পালিয়ে গেল। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করে এবং নিজের তাওবা ও ওজর পেশ করে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পাঠ করে তা স্বত্তেও তার রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ সেদিন মক্কার সকল অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কেবলমাত্র সে এবং তার মতো যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সমালোচনার অপরাধে অপরাধী ছিল তারা ব্যতিত। (আস সারেমূল মাসলূল (১/১৪৩১)

ছ. আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহকে হত্যার সুযোগ দেওয়া।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফের-মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। যদিও তারা বেলাল (রা.) কে উত্তপ্ত বালুর উপরে চিৎ করে শুয়ে রেখে উপরে পাথর চাপা দিয়ে চরম নির্যাতন করেছে। আম্মার ইবনে ইয়াসির পরিবারকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে। সুমাইয়া (রা.) কে বর্শা দিয়ে লজ্জাস্থানে আঘাত করে হত্যা করেছে এমনকি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) কেও হত্যার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে ফেলেছিলো। সেইসব চরম শত্রুদের ক্ষমা করলেও যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তচ্ছিল্য করেছে এবং ব্যঙ্গাত্নক কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছে তাদের ক্ষমা করা হয়নি। এরকমই এক ব্যক্তির নাম হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ। যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَعْد قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– النَّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِى سَرْحٍ. فَذَكَرَ الْحَديثَ قَالَ وَأَمَّا ابْنُ أَبِى سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَة جَاءَ به حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُول اللَّه –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّه بَايِعْ عَبْدَ اللَّه فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْه ثَلاَثًا كُلُّ ذَلكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاَث ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابه فَقَالَ « أَمَا كَانَ فيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْتُ يَدى عَنْ بَيْعَته فَيَقْتُلُهُ ». فَقَالُوا مَا نَدْرِى يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِى نَفْسكَ أَلاَ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنكَ قَالَ « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغى لِنَبِىٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائنَةُ الأَعْيُن »

সাইদ ইববে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ব্যতিত সকলকে নিরাপত্তা দান করেন (এরা মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করেছিলো)। তাদের মধ্যে একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ। সে ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.) এর নিকট আত্মগোপন করে। ওসমান (রা.) তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে হাজির করালেন আর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহর থেকে (ইসলামের) বায়আত নিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মাথা উঠালেন এবং তার প্রতি তিন বার তাকালেন। তিনবারই তার বাইয়াত নেওয়াকে অবজ্ঞা করছিলেন। তারপর বাইয়াত নিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলনা, যে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হবে? যখন আমাকে দেখলো যে, আমি তার বাইয়াত নেওয়া থেকে আমার হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। লোকেরা বললো, আমরাতো বুঝতে পারিনি যে আপনার মনে কি রয়েছে। আপনি একটু চোখ দিয়ে ইশারা করলেই তো হতো। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কোন নবীর জন্য চোখের খেয়ানত করা উচিত না।' (আবু দাউদ ২৬৮৫)

ঙ. হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মুকায়স ইবনে সাবাবাহকে হত্যা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সত্তেও কতিপয় পুরুষ ও নারীদের হত্যার নির্দেশ জারী করেছিলেন। এমনকি তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করলেন

إن وجدتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم و سماهم بأسمائهم ستة و هم : عبد الله بن سعد بن أبي سرح و عبد الله بن خطل و الحويرث بن نقيذ و مقيس بن صبابة و رجل من بني تيم بن غالب

যদি তাদের কাবার গিলাফের নিচেও পাও তবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে। তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। তারা হলো : আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবী সারাহ, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল,

হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মুকায়স ইবনে সাবাবাহ ও বনু তামীম ইবনে গালেব গোত্রের একজন। এদের মধ্যে হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়যকে আলী (রা.) হত্যা করেন। (আস সারেমুল মাসলূল ১/১৪৭)
রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করা কিংবা গালি-গালাজ করা অথবা কটুক্তি করার শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড সে ব্যপারে কোনো আলেমদের দ্বিমত নেই। সকল মাযহাব ও সকল ফিরকার আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন ফিক্হী মাসয়ালা-মাসায়েলে দ্বিমত থাকলেও এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতের ওলামা ও ফুকাহাদের মতামত পেশ করা হলো।

হানাফী মাযহাবের বক্তব্য:

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আল বাহরুর রায়েক শরহু কানজুদ দাকায়েক' কিতাবে বলা হয়েছে–

وَفِي النَّتْفِ مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مُرْتَدٌّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وَيُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ ا هـــ .

وَمِمَّنْ نَقَلَ أَنَّهَا رِدَّةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالشِّفَاءِ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ .

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْلِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ وَبِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي الْمُسْلِمِ لَكِنَّهُمْ قَالُوا هِيَ رِدَّةٌ وَرَوَى مِثْلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَكَى الطَّبَرِيُّ مِثْلَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ يُنْقِصُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَرِئَ مِنْهُ أَوْ كَذَّبَهُ ا هـــ .

বাহরুর রায়েক ১৩/৪৯৬; অধ্যায় : মুরতাদদের বিধি বিধান।

ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে

হানাফী মাযহাবের আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে বলা হয়েছে–

قا أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي (ص) يقتل، وممقال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والاوزاعي في المسلم، لكنهم قالوا: هي ردة... حاشية رد المحتار – (٤ / ٤١٧)

কাজী ইয়াজের বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের প্রসদ্ধি আলেম কাজী ইয়াজ (রহ.) বলেন–

أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين و سابه و كذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره ... الصارم المسلول على شتم الرسول ص – (١ / ٩)

'উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী দেওয়া বা তাকে অসম্মান করার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সকলের ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে গালী দিবে বা তার অসম্মান করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।' আস সারিমুল মাসলূল (১/৯)

শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য:

ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন–

ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله

আবু বকর আল ফারসী বলেন–

ونقل أبو بكر الفارسى أحد ائمة الشافعية في كتاب الاجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل، لان حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة

(আল মাজমূ' লিন নাবাবী ১৯/৩২৬)

وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل

কিতাবুল ইজমা ইমাম ইবনে মুনযির ১/৩৫)
ইমাম খাত্তাবী বলেন–

قال الخطابي : لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.... الصارم المسلول على شتم الرسول ص – (١ / ٩)

মালেকী মাযহাবের বক্তব্য:

ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته وذلك إن كان مسلما فأما الكافر إذا قال أنا أسلم ففيه روايتان
(আত তালকীন ফী ফিকহিল মালেক ২/৫০৭)

من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو ذميا على كل حال وكلا القولين عن مالك ذكرهما ابن عبدالحكم وغيره

আল কাফী ফি ফিকহি আহলীল মাদিনাহ। অধ্যায় : মুরতাদদের প্রকাশ্য বিধান সংক্রান্ত অধ্যায়ে।

وإن سب الله تعالى أو رسوله أو غيره من الأنبياء عليهم السلام قتل حدا ولا تسقطه التوبة... الذخيرة في الفقة المالكي – (١١ / ٣٠٢)

হাম্মলী মাযহাবের বক্তব্য:

من سب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقتل بكل حال

(শরহে কাবীর লি ইবনে কাদামাহ ১০/৬৩৫)

و قد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : [كل من شتم النبي صلى الله عليه و سلم أو تنقصه ــ مسلما كان أو كافراــ فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب]... الصارم المسلول على شتم الرسول ص – (١ / ١٠)

যে রোগের যে ঔষধ

অপারেশনের রোগীকে মলম দিলে চলে না। নাস্তিক মুরতাদদের ব্যাপারেও শুধু মিছিল-মিটিং পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না বরং আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগারদের যথাযথ পাওনা মৃত্যুদন্ডই হচ্ছে চূড়ান্ত শাস্তি। এদের পাওনা শাস্তি চুকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। মুমিনদের কাজ হলো আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা। আর কাফেরদের কাজ হলো ত্বাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

{الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء ٤ : ٧٦]

'যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।' (সুরা নিসা, ৪:৭৬)

এই ব্লগারচক্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের গভীর নিলনকশা বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এরা আইম্মাতুল কুফর। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

{وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة ٩: ١٢]

'আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।' (সুরা তাওবা, ৯:১২)

আজকে যারা পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করতে যেতে আগ্রহী তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনাদের প্রতি এখন আর বিদেশ যেয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। বরং আপনাদের প্রতি ফরজ হলো আপনার নিকটবর্তী নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة : ١٢٣]

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।' (সুরা তাওবা, ৯:১২৩)
আজ যারা এই নাস্তিক-মুরতাদ ও ইয়াহুদী-খৃস্টানদের দালাল ব্লগারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তাদের উপরে চরম যুলুম ও নির্যাতন করা হচ্ছে। চতুর্দিকে মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। এই মজলুম উম্মাহর পাশে দাড়ানোর জন্য আল্লাহ (সুব.) আহ্বান জানাচ্ছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–
{وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} [النساء : ٧٥]
'আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।' (সুরা নিসা, ৪:৭৫)

উদাত্ত আহ্বান
তাই আসুন আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল প্রকার নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠ-পোষকদের বিরুদ্ধে শীশা ঢালা লৌহ প্রাচীরের ন্যায় কাতার বন্দী হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ি। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন–
{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف : ٤]
'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।' (সুরা সফ, ৬১:৪)

জামাত শিবিরের ভাইদের প্রতি আহ্বান

তোমরা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পা চাটা গোলাম এদেশের নাস্তিক-মুরতাদদের খুশি করার জন্য বহু চেষ্টা করেছো। তোমাদের দলের নামে পরিবর্তন এনেছো। দলীয় স্লোগান 'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই' তা পরিবর্তন করেছো। গনতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছো। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেছো। যারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূলের তরীকায় জিহাদ করছে তাদের বিরুদ্ধে চরম বক্তব্য প্রদান করেছো। কিন্ত তারপরেও তোমরা তাদের খুশি করতে পারো নাই। আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেছেন–
{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة : ١٢٠]
'আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিলাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আলাহর হিদায়াতই হিদায়াত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আলাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।' (সুরা বাকারা, ২:১২০)
তাই ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের শিখানো মন্ত্র গনতন্ত্র বর্জন করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ো। জেনে রাখো গনতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন–
{ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام ٦: ١١٦]
'আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।' (সুরা আনআম, ৬:১১৬)
তাই আব্রাহাম লিঙ্কনের সুন্নাহ বা তরীকা গণতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে রাসুলের তরীকা জিহাদের পথে ঝাপিয়ে পড়ো। আল্লাহই তোমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ (সুব.) বলেন–
{وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب ٣٣: ٢٥]
'যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।' (সুরা আহযাব, ৩৩:২৫)
জেনে রাখো, তোমাদের দুশমনদের কাছে বিপুল বিদ্ধংসী মারণাস্ত্র রয়েছে কিন্তু তোমাদের ঝাড়ে বাঁশ রয়েছে। তোমরা তা নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ো। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–
{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة ٩: ٤١]
'তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।' (সুরা তাওবা, ৯:৪১)

এ আয়াতে হাল্কা বলতে অস্ত্রহীন ও ভারী বলতে অস্ত্র ধারীকে বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। এরপরেও যারা বের হবে না তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে আল্লাহ (সুব.) বলেন–

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة ٩: ٣٨ ، ٣٩]

'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।' (সুরা তাওবা, ৯:৩৮-৩৯)

তবে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। বরং জিহাদের নামে খালি হাতে মিছিল-মিটিং করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে জীবন দেয়া অথবা টিয়ারশেলের গ্যাসের ঝাঝালো ধোয়া খেয়ে দৌড়ে পালানো কোনো মুমিনের কাজ নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا } [النساء ٤: ٧١]

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও।' (সুরা নিসা, ৪:৭১)

এ আয়াতে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: ٦٠]

'আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।'(সুরা আনফাল ৮:৬০।)

মুফাচ্ছিরীনে কিরামগণ এ আয়াতের তাফসীরে রাসূল (সা:) এর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْىُ »

'উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে মিম্বারে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জণ কর' এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। এভাবে তিনবার বললেন।' (সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬।)

জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা আল্লাহর সাথে একটি উপহাস করার শামিল। কেননা আল্লাহ (সুব:) বলছেন:

{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} [التوبة: ٤٦]

'আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত....।' (সুরা তাওবা ৯:৪৬।)

এই আয়াতে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদ জিহাদ করার প্রতি তিরস্কার করা হয়েছে। জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদে সরঞ্জামাদীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তার কিছু নমুনা পেশ করা হল।

জেনে রাখুন, আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহর কাছে বিক্রিত জান-মাল আল্লাহর কাছে হস্তান্তর করে জান্নাত লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة ٩: ١١١]

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।' (সুরা তাওবা, ৯:১১১)

জেনে রাখুন, আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে হলে ত্যাগ করেই লাভ করতে হয়। ভোগ করে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ } [البقرة ٢: ٢١٤]

'তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আলাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আলাহর সাহায্য নিকটবর্তী।' (সুরা বাকারা, ২:২১৪)

আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন–

{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ } [آل عمران ٣: ١٤٢ ، ١٤٣]

'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আলাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে। আর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতে, তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে। অতএব তোমরা তো তা দেখেছই এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাকাচ্ছিলে।' (সুরা ইমরান, ৩:১৪২, ১৪৩)

আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন–

{ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [التوبة ٩: ١٦]

'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সুরা তাওবা, ৩:১৬)

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} [العنكبوت ٢٩: ٢ ، ٣]

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।' (সুরা আনকাবুত, ২৯:২-৩)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى

رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

'খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কাবার ছায়াতলে চাঁদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর (সা:) কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থণা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, "তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হতো। তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।' (বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩।)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِي الإِسْلاَمِ أُمُّ عَمَّارٍ ، طَعَنها أَبُو جَهْلٍ بِحَرْبَةٍ فِي قُبُلِهَا.

'মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ যাকে শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয়। তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়্যা (রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলূন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল উম্মাল ৩৭৬০০।)